

كِتَابُ الْأَحْكَامِ

(প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় বিধান)

১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ -

“তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার শাসকদের।”

-সূরা আন নিসা : ৫৯

৬৬৩৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي .

৬৬৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করলো সে যেন আল্লাহর নাফরমানী করলো। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করলো সে আমারই নাফরমানী করলো।

৬৬৩৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فكلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৬৬৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেনঃ তোমরা সাবধান হও ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসক একজন দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর পুরুষও তার পরিবারে একজন দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানের জন্য দায়িত্বশীল। তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। কোনো ব্যক্তির গোলাম বা দাসও তার প্রভুর সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল। তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২-অনুচ্ছেদ : শাসক কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে।

৬৬৬০. عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي وَقْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْتَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُولَئِكَ جُهَالُكُمْ فَأَيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

৬৬৪০. মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট এমতাবস্থায় উপস্থিত হলেন, যখন কুরাইশদের একদল প্রতিনিধি তাঁর নিকট অবস্থান করছিল। মুয়াবিয়া রা. শুনতে পান যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন যে, অচিরেই কাহতান গোত্র হতে একজন বাদশাহ হবে। এতে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। অতপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তৎপর বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এমন সব কথাবার্তা বলছে—যা আল্লাহর কিতাবে নেই, এমনকি আল্লাহর রসূল থেকেও উল্লেখ নেই। আর এরাই হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অজ্ঞ লোক। তোমরা এমন বৃথা আকাজকা ও মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকো যা বিপদগামী করে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছিঃ এ কর্তৃত্ব (খেলাফত) কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে—যতদিন তারা দীন কায়েমে দৃঢ় থাকবে। এমতাবস্থায় যে কেউ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে আল্লাহ তাদেরকে অধঃমুখে উল্টিয়ে ফেলে দিবেন অর্থাৎ ধ্বংস করবেন।

৬৬৬১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ائْتَان .

৬৬৪১. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : এ কর্তৃত্ব (খেলাফত) কুরাইশদের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। এমনকি তাদের মধ্য থেকে দুজন লোক অবশিষ্ট থাকলেও।

৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি প্রজ্ঞার সাথে ফায়সালা করে তার প্রতিদান। আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

“যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক।”—সূরা মায়িদা : ৪৭

৬৬৬২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ

مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا

৬৬৪২. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : দুটি (বিষয়) ব্যতীরেকে হিংসা করতে নেই। (এক) যাকে আল্লাহ প্রচুর ধন-সম্পদ এবং তা সৎপথে ব্যয় করার

জন্য তৌফিক দিয়েছেন। (দুই) আল্লাহ যাকে হেকমত দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে ফয়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।

৪-অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্র প্রধানের হুকুম শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা, যতক্ষণ না তা নাফরমানীর কাজ হয়।

৬৬৪৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زِينَةً.

৬৬৪৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ তোমরা (হুকুম) শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো—যদিও তোমাদের ওপরে কিসমিসের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট হাবসী গোলাম শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

৬৬৪৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

৬৬৪৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : যদি কেউ তার শাসককে অপসন্দনীয় কিছু করতে দেখে তবে তার ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য। কেননা যে কেউ জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।

৬৬৪৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

৬৬৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির (তার শাসকের নির্দেশ) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা একান্ত কর্তব্য, সে নির্দেশ তার পসন্দ হোক কিংবা অপসন্দ, যতক্ষণ না তাকে নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তাকে নাফরমানীর হুকুম দেয়া হলে তা শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।

৬৬৪৬. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى، قَالَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا نَارًا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

৬৬৪৬. আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কোথাও একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। জনৈক আনসারীকে তাদের আমীর নিয়োগ করে তার আনুগত্য করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের ওপর রাগান্বিত হয়ে বলেন, নবী স. কি আমার আনুগত্য করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দেননি? তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তাহলে তোমরা কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়ে তাতে তোমাদের প্রবেশ করার নির্দেশ দিচ্ছি। তারা কাঠ সংগ্রহ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো। অতপর তারা আগুনে ঝাপ দেয়ার প্রত্নুতি লগ্নে একে অপরের মুখপানে তাকালো। ইত্যবসরে তাদের মধ্যে একজন বলেন, যে আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য স্বীকার করেছি অবশেষে সে আগুনে প্রবেশ করেই আমাদের মরতে হবে? তাদের এমনি বাক্যালাপ চলছিল। ইত্যবসরে আগুন নিভে যায়। অপরদিকে তাঁর ক্রোধও প্রশমিত হলো। অতপর নবী স.-এর নিকট এ ঘটনাটি ব্যক্ত করা হলো। তিনি বলেন : যদি তাতে তারা প্রবেশ করতো তবে কখনো তারা সে আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারতো না। জেনে রাখো ! আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায় ও সংকাজে।

৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি শাসকের পদ প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

৬৬৪৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنِ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفِرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

৬৬৪৭. আবদুর রহমান বিন সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : হে আবদুর রহমান বিন সামুরাহ ! তুমি শাসকের পদ প্রার্থনা করো না। আবেদনের পরিশ্রেক্ষিতে যদি তোমাকে কোনো পদ প্রদান করা হয়, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপরই ন্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে তা যদি তোমার আবেদন ব্যতীরেকে প্রদান করা হয়, তবে তার জন্য তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তুমি (কোনো বিষয়ে) কসম করো, কিন্তু অপরটিতে তার চেয়ে কল্যাণ দেখতে পাও তবে কৃত কসমের কাফফারা আদায় করবে এবং উত্তম কাজটিই বাস্তবায়িত করবে।

৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি (রাষ্ট্রীয়) পদ প্রার্থনা করে তার দায়-দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত করা হয়।

৬৬৪৮. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنِ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكْفِرْ عَنْ يَمِينِكَ.

৬৬৪৮. আবদুর রহমান বিন সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : হে আবদুর রহমান বিন সামুরাহ ! তুমি রাষ্ট্রীয় পদ প্রার্থনা করো না। কেননা প্রার্থনার কারণে যদি তোমাকে কোনো পদ প্রদান করা হয়, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপরই ন্যস্ত হবে। আর তা যদি তোমার

প্রার্থনা ছাড়া প্রদান করা হয়, তবে তার জন্য তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। তুমি শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে তুমি উত্তম কাজটিই করো এবং শপথের কাফ্যারা আদায় করো।

৭-অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রীয় পদের লোভ করা অপসন্দনীয়।

৬৬৪৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَتَسْتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ .

৬৬৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : তোমরা অচিরেই পদের জন্য লালায়িত হবে। কিয়ামতের দিন (এ লোভের কারণে) লজ্জিত হবে। দুধদায়িনী কতই না উত্তম ! আর দুধ ছাড়ানো মা কতই নিকৃষ্ট।

৬৬৫০. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُؤَلِّي هَذَا مِنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ .

৬৬৫০. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার গোত্রের দুই ব্যক্তিসহ আমি নবী স.-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাদের একজন বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমাকে আমীর নিয়োগ করুন। দ্বিতীয়জনও তদ্রূপ বললো। নবী স. বলেন : আমরা এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবো না, যে তার প্রার্থনা করে ও তার জন্য লোভ করে।

৮-অনুচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তিকে প্রজা-পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো, কিন্তু সে তাদের কোনো কল্যাণ করলো না।

৬৬৫১. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ أَنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

৬৬৫১. মা'কিল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মৃত্যু ব্যধিগ্রস্ত অবস্থায় বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি : যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রজা-পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, কিন্তু সে যথার্থভাবে তাদের কল্যাণ করলো না, সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না।

৬৬৫২. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

৬৬৫২. মা'কিল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি : যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়, অতপর সে খেয়ানতকারীরূপে মারা যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।

৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মানুষকে বিপদে ফেলবে, আল্লাহও তাকে বিপদগ্রস্ত করবেন।

৬৬৫৩- عَنْ طَرِيفِ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدُبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقُ شَقَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوا أَوْصِنَا، فَقَالَ إِنْ أَوَّلَ مَا يُنْتَنِ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلَّةٍ كَفَّهُ مِنْ دَمِ أَهْرَاقِهِ فَلْيَفْعَلْ .

৬৬৫৩. তারীফ আবু তামীমা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান, জুন্দুব ও তাঁর সঙ্গীগণের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ স. থেকে কিছু শুনেছেন? জুন্দুব রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের মানসে কাজ করে, আল্লাহ তার উদ্দেশ্য কিয়ামতের দিন ফাস করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে বিপদে ফেলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহও তাকে বিপদে ফেলবেন। তারা বললেন, আমাদেরকে আরও উপদেশ দিন। তিনি বলেন, (কবরে) সর্বপ্রথম মানুষের পেট গলে ও পঁচে যাবে। অতএব যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র বস্তু আহার করতে সক্ষম সে যেন তাই করে। আর যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার ও জান্নাতের মাঝে তার দ্বারা অন্যান্যভাবে প্রবাহিত অঞ্জলী পরিমাণ রক্তও প্রতিবন্ধকতা না হয়, সে যেন তাই করে।

১০-অনুচ্ছেদ : চলার পথে রায় প্রদান করা বা ফতোয়া দেয়া। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াসার র. চলার পথে এবং আশ শাবী র. তার ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে রায় প্রদান করেছেন।

৬৬৫৪- عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلًا عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا فَكَانَ الرَّجُلُ اسْتِكَانًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

৬৬৫৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও নবী স. মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। এক ব্যক্তি মসজিদের আঙ্গিনার নিকটে আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? নবী স. বলেন: তুমি কিয়ামতের জন্য কি পাথের সংগ্রহ করেছ? লোকটি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল এবং পরে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তজ্জনা বেনী পরিমাণ রোযা, নামায ও সাদকা করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহকে ও তাঁর রসূলকে অত্যধিক মহব্বত করি। রসূলুল্লাহ স. বলেন: যাকে তুমি ভালবাস (কিয়ামতের দিন) তুমি তারই সঙ্গী হবে।

১১-অনুচ্ছেদ : উল্লেখ আছে যে, নবী স.-এর কোনো দ্বাররক্ষী ছিলো না।

৬৬৫৫- عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ تَعْرِفِينَ فُلَانَةً؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّبَهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ نَفَقَالِ اتَّقَى

اللَّهُ وَأَصْبِرِي، فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خَلَوُ مِنْ مُصِيبَتِي قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرِبَهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِيهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدَمَةٍ.

৬৬৫৫. সাবেত আল বুনারী র. থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক রা. তার পরিবারের এক স্ত্রীলোককে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অমুক স্ত্রীলোককে চেন? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, নবী স. সেই স্ত্রীলোকটির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে একটি কবরের পাশে কাঁদছিল। নবী স. তাকে বলেন : আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করো। সে বললো, তুমি আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও। তুমি আমার দুঃখের কথা অবগত নও। আনাস রা. বলেন, নবী স. তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। এক লোক এসে সেই স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, নবী স. তোমাকে কি বলেছেন? সে জবাব দিলো, আমি তো তাকে চিনতে পারিনি! লোকটি বললো, তিনি তো আল্লাহর নবী। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর সেই স্ত্রী লোকটি রসূলুল্লাহ স.-এর দ্বারে উপস্থিত হলো, কিন্তু সেখানে কোনো দ্বার রক্ষক পেলো না। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী স. বলেন, দুঃখ-কষ্টের সূচনাতেই ধৈর্য্য অবলম্বন করা কর্তব্য।

১২-অনুচ্ছেদ : হত্যাযোগ্য আসামীকে বিচারক তার উপরস্থ শাসকের সাথে পরামর্শ ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন।

৬৬৫৬. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَفْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرْطَةِ مِنَ الْأَمِيرِ.

৬৬৫৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়েস বিন সাদ রা. নবী স.-এর সম্মুখে এমন ছিলেন, যেমন কোনো শাসকের সম্মুখে একজন পুলিশ।

৬৬৫৭. عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَاتَّبَعَهُ بِمَعَاذٍ.

৬৬৫৭. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাকে (ইয়ামনের গভর্নর হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতপর মুয়াজ রা.-কে প্রেরণ করেন।

৬৬৫৮. عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ مَا لِهَذَا؟ قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

৬৬৫৮. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর ইহুদী হয়ে যায়। মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. যখন তার নিকট আগমন করলেন, সেই লোকটি তখন আবু মুসা রা.-এর নিকট উপস্থিত ছিল। মুয়াজ রা. জিজ্ঞেস করলেন, এর কি হয়েছে? তিনি বললেন,

সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, পরে সে ইহুদী হয়ে গিয়েছে। মুয়াজ বললেন, আমি একে হত্যা না করা পর্যন্ত বসবো না। কেননা এটাই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান।

১৩-অনুচ্ছেদ : বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় রায় প্রদান করতে বা ক্ষতোয়া দিতে পারেন কি ?

৬৬৫৯. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسَجِسْتَانَ أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ.

৬৬৫৯. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকরা রা. সিজিস্তানে অবস্থানকালে তার পুত্রকে লিখে পাঠালেন, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই লোকের মাঝে ফায়সালা করবে না। কেননা আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি : কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মাঝে বিচার মীমাংসা না করে।

৬৬৬০. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فَلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِن مِنْكُمْ مَنَفَرَيْنِ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُؤْجَرْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

৬৬৬০. আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে আরয় করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজর নামাযের জামায়াত থেকে বিরত থাকি। কারণ তিনি আমাদের নিয়ে নামায দীর্ঘ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নবী স.-কে ভাষণে ঐদিনের চেয়ে বেশী রাগান্বিত অবস্থায় দেখিনি। তিনি (তাঁর ভাষণে) বলেন : হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কোনো লোক ঘণার উদ্বেককারী রয়েছে। কাজেই তোমাদের যে কেউ লোকদের নিয়ে নামায পড়বে, সে যেন তা সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোক রয়েছে।

৬৬৬১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُكْسِيَهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا.

৬৬৬১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নিজ স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক দেন। ওমর রা. নবী স.-কে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। এতে রসূলুল্লাহ স. ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন : সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। তাকে তার সাথে রাখবে যতক্ষণ না সে পাক হবে, পুনঃ সে ঋতুবতী হবে এবং পুনঃ পবিত্র হবে। তখন সে যদি তালাক দেয়ার ইচ্ছা করে, তালাক দিবে।

১৪-অনুচ্ছেদ : যিনি মনে করেন যে, বিচারকের নিজ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার করার অধিকার রয়েছে, যদি মানুষের কু-ধারণা ও অপবাদে ভয় তার না থাকে। যেমন নবী

স. হিন্দা বিনতে উতবাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার (স্বামীর সম্পদ থেকে) সংগতভাবে এতটুকু পরিমাণ গ্রহণ কর যতটুকু তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়। আর এটা হবে তখন যখন বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ।

৬৬৬২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ بِنِ رِبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ مَسِينٌ، فَهَلْ عَلَى حَرْجٍ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا؟ قَالَ لَهَا لَا حَرْجَ عَلَيْكَ إِنْ تَطْعَمْتَهُمْ مِنْ مَعْرُوفٍ.

৬৬৬২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দ বিনতে উতবা নবী স.-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আত্মাহর কসম! যমীনের বুকে এমন কোনো পরিবার ছিলো না, আপনার পরিবারের চেয়ে যার লাঞ্ছনা ও অবমাননা আমার নিকট বেশী প্রিয় ও পসন্দনীয় ছিল। কিন্তু আজ আমার অবস্থা এই যে, এমন কোনো পরিবার যমীনের বুকে নেই যে পরিবার আমার নিকট আপনার পরিবারের চেয়ে বেশী উত্তম ও সম্মানিত। অতপর হিন্দ বলেন, আবু সূফিয়ান ভীষণ কৃপণ লোক। কাজেই আমি সন্তানদেরকে তার সম্পদ থেকে খাওয়াই, আমার জন্য এটা দোষের হবে কি? নবী স. বলেন, না, তোমার জন্য ন্যায়সংগতভাবে তাদেরকে খাওয়ানো কোনো দোষের হবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ : সীলমোহরকৃত চিঠিতে সাক্ষ্য প্রদান এবং এর বৈধতা ও সীমাবদ্ধতা। শাসক কর্তৃক তার কর্মচারীর নিকট এবং এক বিচারক কর্তৃক অন্য বিচারককে পত্র লেখা। কেউ কেউ বলেন, 'হুদ' ছাড়া অন্য বিষয়ে শাসকের পত্র লেখা বৈধ। তারা আরও বলেন, যদি হত্যাকাণ্ড ভুলবশতঃ হলে সে ক্ষেত্রেও তা বৈধ। কেননা তাদের ধারণায় এটা সম্পদ বিশেষ, প্রকৃতপক্ষে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর এটা সম্পদে পরিণত হয়। সতুরাং ভুলবশতঃ হত্যা ও ইচ্ছাকৃত হত্যার একই বিধান। হুদ এর ব্যাপারে ওমর রা. তার কর্মচারীর নিকট পত্র লিখেছিলেন। ওমর ইবনে আবদুল আযীয র. ভেঙ্গে ফেলা একটি দাঁতের (দিয়াতের) ব্যাপারে পত্র লিখেছিলেন। ইবরাহীম র. বলেন, এক বিচারক কর্তৃক অন্য বিচারকের নিকট পত্র লেখা বৈধ, যদি তিনি পত্র ও সীলমোহর চিনতে পারেন। শাবী র. বিচারকের নিকট থেকে প্রাপ্ত সীলমোহরকৃত চিঠির নির্দেশ মোতাবেক হুকুম কার্যকর করা বৈধ মনে করতেন। ইবনে ওমর রা. থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল করীম আস-সাকাকী বলেন, আমি বসরার কাযী আবদুল মালেক ইবনে ইয়াক্বা, ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া, হাসান, সুমায়া ইবনে আবদুল্লাহ, বিলাল ইবনে আবু বুরদা, আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা আল আসলামী, আমের ইবনে আবীদা ও আব্বাদ ইবনে মানসুর-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তারা সাক্ষীদের উপস্থিতি ছাড়াই বিচারকের প্রেরিত পত্রের ওপর নির্ভর করে রায় প্রদান করতেন। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে পত্র আনয়ন করা হয়েছে, সে যদি বলে, এ পত্র মিথ্যা বা জাল, তবে তাকে বলা হবে, তুমি যাও এবং এ অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ অন্বেষণ করো। সর্বপ্রথম যারা বিচারকের পত্রের নিশ্চয়তার প্রমাণ বা সাক্ষী চেয়েছেন, তারা হলেন : কুসার কাযী ইবনে আবু লায়লা ও বসরার কাযী সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ। আবু নাসীম আমাদের বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহরির আমাদের বর্ণনা করেছেন, আমি বসরার কাযী মুসা ইবনে আনাস-এর নিকট থেকে একটি পত্র আনয়ন করি এবং আমি তার প্রমাণও পেশ করি যে, অযুক্ত ব্যক্তি আমার নিকট থেকে

এই এই মাল কর্ত্ত নিরেছিল। সে সময় উক্ত ব্যক্তি কুফার অবস্থান করছিল। আমি পত্রখানা কুফার কাষী আল কাসেম ইবনে আবদুর রহমানের নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি পত্রখানা গ্রহণ করেন এবং কার্যকর করেন। হাসান বসরী ও আবু কিলাবা কোনো ওসিয়তের সাক্ষী হওয়া মাকরুহ মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর বিষয়বস্তু অবগত হওয়া যায়। কেননা সে জানে না, হয়ত এর মধ্যে কারও প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নবী স. খায়বারবাসীদের এ মর্মে লিখেছিলেন, হয়তোমরা তোমাদের সাখীর দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করবে অন্যথায় যুদ্ধের মুখামুখী হতে হবে। ইমাম যুহরী র. পর্দার আড়ালে অবস্থানরত নারীর অনুকূলে সাক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, যদি তুমি তাকে চিনতে পারো তবে তার পক্ষে সাক্ষ্য হও, অন্যথায় না।

৬৬৬৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَاتَى أَنْظَرُ إِلَى وَبَيَّصِهِ وَنَفَقْتُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

৬৬৬৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রোম সম্রাট কায়সারের নিকট পত্র লেখার মনস্থ করলে সাহাবীগণ বলেন, তারা সীলমোহরকৃত পত্র ছাড়া (কোনো পত্র) পাঠ করে না। সুতরাং নবী স. রূপার একটি আংটি তৈরি করলেন। আমি যেন এখনো তার ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করছি এবং তাতে ‘মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’ অংকিত ছিল।

১৬-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কখন বিচারকের পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য ? হাসান বসরী র. বলেন, আল্লাহ তাআলা বিচারকের নিকট থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা যেন প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন, মানুষকে ভয় না করেন এবং তাঁর আয়াতসমূহকে (কুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রয় না করেন। অতপর তিনি পাঠ করেন :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ.

“হে দাউদ ! আমি তোমাকে যমীনে খলীফা নিযুক্ত করেছি। সুতরাং তুমি লোকদের মাঝে ন্যায় বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। অন্যথায় প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। অবশ্য যারা আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত হবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কারণ তারা হিসাবের দিনের কথা ভুলে গিয়েছিল।”—সূরা সোয়াদ : ২৬

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

“আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। তাতে ‘হেদায়াত’ ও ‘নূর’ ছিল তার সাহায্যে অনুগত নবীগণ এবং তাদের পরে পীর পুরুহিতগণ ইহুদীদের মাঝে কায়সালা করতেন, যেহেতু তাদেরকে আল্লাহর

কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। ----- যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার করে না তারা ই কাকের।”-সূরা আল মায়িদা : ৪৫। তিনি আরো পাঠ করেন :

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا.

“আর দাউদ ও সুলাইমান যখন শস্যক্ষেত সম্পর্কে মীমাংসা করছিল যখন লোকদের ছাগল-বকরী যে শস্যক্ষেত (রাতে প্রবেশ করে) নষ্ট করেছিল। আর আমরা তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম। আমরা সুলাইমানকে (ফায়সালা করার) প্রজ্ঞা প্রদান করেছি। আমরা উভয়কে হেকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম।”-সূরা আল আশিয়া : ৭৮-৭৯

হাসান বসরী র. বলেন, এখানে আল্লাহ সুলাইমান আ.-এর প্রশংসা করেছেন এবং দাউদ আ.-কে তিরস্কার করেননি। মহান আল্লাহ যদি উভয়ের অবস্থা বর্ণনা করতেন তবে আমার বিশ্বাস বিচারকগণ ধ্বংস হয়ে যেতেন। কেননা আল্লাহ সুলাইমান আ.-কে তার জ্ঞানের জন্য প্রশংসা করেছেন এবং দাউদ আ.-কে তার ইজতিহাদের জন্য ক্ষমা করেছেন।

মুযাহিম ইবনে যুফার বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয র. আমাদের বলেন, বিচারকের মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা আবশ্যিক। যদি তার মধ্যে একটি গুণ কম থাকে তবে তার মধ্যে একটি ত্রুটি আছে বলে গণ্য করতে হবে। সেই পাঁচটি গুণ হলো : তাকে অবশ্যই বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, সৎ, দৃঢ়চিত্ত এবং আলেম বা জ্ঞান অন্বেষণকারী হতে হবে।

১৭-অনুচ্ছেদ : বিচারক ও কর্মচারীদের বেতন। কাযী গুরাইহ বিচার কার্যের জন্য বেতন গ্রহণ করতেন। আয়েশা রা. বলেন, অভিভাবক (এতীমের সম্পদ থেকে) তার শ্রম অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করতে পারেন। আবু বকর রা. ও ওমর রা. বেতন গ্রহণ করেছেন।

٦٦٦٤-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمْ أُحَدِّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبَدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ عُمَرُ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أُعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَلَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أُعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

১৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করেন এবং মসজিদে লিয়ান করান। ওমর রা. নবী করীম স.-এর মিশরের নিকটে লিয়ান করিয়েছিলেন। মারওয়ান য়ায়েদ বিন সাবেত রা.-এর বিরুদ্ধে নবী স.-এর মিশরের নিকটে কসম করার জন্য রায় দিয়েছিলেন। ওরাইহ, শাবী ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার র. মসজিদে বিচার মীমাংসা করতেন। হাসান বসরী ও যুরারা ইবনে আওফা র. মসজিদের বাইরে খোলা চত্বরে বিচার করতেন।

٦٦٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَلْتُهُ فَتَلَاعَنَّا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

১৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করেন, অতপর হৃদ্য কার্যকর করার সময় উপস্থিত হলে তাকে মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। অতপর হৃদ্য কার্যকর করা হতো। ওমর রা. দুজন লোককে বলতেন, ওকে মসজিদ থেকে বের করে নিয়ে এসো। আলী রা. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬৬৬৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ أَيْكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا، قَالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُمُوهُ.

৬৬৬৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (মায়ের আসলামী) রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসলো। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। সে রসূলুল্লাহ স.-কে বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি যেনা করেছি। নবী স. তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে নিজের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করলে নবী স. বললেন : তুমি কি পাগল? সে বললো, না। নবী স. বলেন : একে নিয়ে যাও এবং রজম (পাথর মেরে হত্যা) করো।

২০-অনুচ্ছেদ : বিবদমান পক্ষবৃন্দকে শাসকের বা বিচারকের উপদেশ দেয়া।

৬৬৬৮. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

৬৬৬৮. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : আমি একজন মানুষ। তোমরা মোকদ্দমা নিয়ে আমার নিকট আগমন করো। হয়ত তোমাদের কেউ প্রমাণ উপস্থাপনে প্রতিপক্ষের চেয়ে পটু। সুতরাং আমি যা শ্রবণ করি সেই মোতাবেক বিচার করি। কাজেই আমি যে ব্যক্তির (ভুলবশতঃ) বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে জাহান্নামের একটি টুকরা দিলাম।

২১-অনুচ্ছেদ : বিচারকের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় বা কর্তৃত্ব পাওয়ার আগে ফরিয়াদীর কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়া। এক ব্যক্তি ওরাইয়াহ-এর সাক্ষ্য প্রার্থনা করলে তিনি বলেন, তুমি শাসকের নিকট যাও। আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবো। ওমর রা. আবদুর রহমান ইবনে আওককে বলেন, যদি তুমি কোনো লোককে যেনা বা চুরির অপরাধে লিপ্ত হতে দেখো এবং তুমি তখন শাসক হও তাহলে তুমি কি করবে? আবদুর রহমান বলেন, তোমার সাক্ষ্য একজন সাধারণ মুসলিমের মতই। ওমর রা. বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। ওমর রা. আরো বলেন, যদি লোকে একথা না বলতো যে, ওমর আল্লাহর কিভাবে বুদ্ধি করেছে, তবে আমি তাতে রজমের আয়াত নিজ হাতে লিখে দিতাম। মায়ের আসলামী নবী করীম স.-এর নিকট চারবার যেনার অপরাধ স্বীকার করে। নবী স. তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। একথা এখানে উল্লেখ নেই যে, নবী স. এ ব্যাপারে তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। একথা এখানে উল্লেখ নেই যে, নবী স. এ ব্যাপারে কোনো সাক্ষী তলব করেছেন কিনা। হাম্বাদ বলেন, যেনাকারী যদি বিচারকের নিকট যেনার অপরাধ একবার স্বীকার করে তবে তাকে রজম করা যাবে। হাকাম বলেন, চারবার যেনার অপরাধ স্বীকার করলে তাকে রজম করা যাবে, অন্যথায় নয়।

৬৬৬৯. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلْبُهُ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ ثُمَّ

بَدَأَ فَنَذَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سَلِّحْ هَذَا الْقَتِيلَ الَّذِي يُذَكِّرُ عِنْدِي فَأَرْضِيهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا تُعْطِهِ أَصَيِّغُ مِنْ قُرَيْشٍ وَتَدْعُ أَسَدًا مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَادَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأْتَلَتْهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَادَّاهُ إِلَيَّ وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهْدٌ بِذَلِكَ فِي وَلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ أَقْرَ خَصْمٌ عِنْدَهُ آخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلٍ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَدْعُوا بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرُهُمَا أَقْرَارُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا سَمِعَ أَوْ رَأَى فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ يُحْضِرُهُمَا أَقْرَارُهُ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَأَنَّهُ يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا، وَقَالَ الْقَاسِمُ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتَهْمَةٍ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَإِقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ صِفَةٌ.

৬৬৬৯. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পেশ করতে পারবে সে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার নিহত ব্যক্তির প্রমাণ অনুসন্ধানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম, কিন্তু আমার নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করার মত কাউকে পেলাম না। আমি বসে রইলাম। পরে আমি চিন্তা করলাম এবং বিষয়টা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। রসূলের নিকট যারা উপস্থিত ছিল, তাদের একজন বললো, যে নিহত ব্যক্তির আলোচনা করা হলো, তার অস্ত্রাদি তো আমার নিকট আছে। অতএব আপনি আমার পক্ষ থেকে তাকে সন্তুষ্ট করে দিন। আবু বকর রা. তখন বললেন, কখনও না, 'আপনি কুরাইশদের এক সামান্য ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে প্রদান করবেন আর আব্বাহর সিংহদের থেকে এক সিংহকে বঞ্চিত করবেন—যিনি আব্বাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষে লড়াই করেছেন ? আবু কাতাদা বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাতিয়ার-ইত্যাদি আমাকে প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তখন তারা আমাকে হাতিয়ার ও অস্ত্রাদি দিয়ে দিলেন। অতপর আমি এর সাহায্যে একটি বাগান ক্রয় করি। এটাই আমার প্রথম সম্পত্তি যা আমি মূলধন হিসাবে রক্ষা করেছি। ইমাম বুখারী র. বলেন, লাইস র. থেকে আবদুল্লাহ আমাকে বলেন, নবী স. উঠে দাঁড়িয়ে তা আমাকে সমর্পণ করেন। হিজায়বাসী আলেমগণ বলেন, বিচারক তার বিচারাধীন এলাকায় নিয়োগ লাভের আগে বা পরে কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলে তিনি তার ভিত্তিতে বিচার করতে পারবেন না। বাদী বা বিবাদী কোনো একপক্ষ আদালাতের সামনে অপরপক্ষের অধিকার স্বীকার করে নিলে বিচারক অর ভিত্তিতে রায় দিবেন না, বরং তিনি

স্বীকারোক্তির অনুকূলে দুইজন সাক্ষী তলব করবেন যারা তার সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। ইরাকবাসী কতক আলেম বলেন, বিচারক তার এজলাসে যা শুনবেন বা দেখবেন তদনুযায়ী ফায়সালা করবেন, কিন্তু অন্যত্র দেখলে বা শুনলে দুইজন সাক্ষী ছাড়া রায় দিবেন না। তাদের অপর কতক আলেম বলেন, এক্ষেত্রেও তিনি সাক্ষী ছাড়া রায় দিতে পারেন। কেননা বিচারক হলেন বিশ্বস্ত লোক। আর সাক্ষ্যের দ্বারা সত্য উদঘাটনই লক্ষ্য। অতএব বিচারকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাক্ষ্যের তুলনায় অগ্রগণ্য। তাদের অপর কতক আলেম বলেন, তিনি মাল সংক্রান্ত ব্যাপারে তার চাক্ষুস দেখা বা শোনার ভিত্তিতে রায় দিতে পারবেন, অন্য কোনো ব্যাপারে পারবেন না। কাসিম র. বলেন, বিচারকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদিও অপরের সাক্ষ্যের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য, তবুও তদনুযায়ী তার রায় দেয়া ঠিক নয়। কারণ তাতে তার মুসলমানদের নিকট সমালোচিত ও অপবাদযুক্ত হওয়ার এবং মুসলমানগণের মিথ্যা সন্দেহে পতিত হওয়ার আশংকা আছে। অথচ মহানবী স. সন্দেহ ও কুধারণা অপসন্দ করেছেন। তাই তিনি (আনসারদ্বয়কে ডেকে) বলেন, এই হচ্ছে (আমার স্ত্রী) সাফিয়া।

৬৬৭০. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الصَّبِيَّ ﷺ أَتَتْهُ صَفِيَّةٌ بِنْتُ حَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتْ انْطَلَقَ مَعَهَا فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةٌ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ .

৬৬৭০. আলী ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর নিকট সাফিয়া বিনতে ছয়াই রা. আগমন করলেন। তিনি যখন ঘরে ফিরছিলেন, রসূলুল্লাহ স.-ও তাঁর সাথে চললেন। (পাশ্চিমদিকে) দুজন আনসারী তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলো। তিনি তাদের উভয়কে বলেন : সে সাফিয়া। তারা বললো, সুবহানাল্লাহ। তিনি বলেন : শয়তান আদম সন্তানের শিরায় রক্তের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করে।

২২-অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রপ্রধান দুজন আমীরকে এক স্থানে প্রেরণ করলে তারা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং বিবাদ করবে না।

৬৬৭১. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِيَّ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِرًّا وَلَا تَعْسِرًا وَيَبْشِرًا وَلَا تُتَفَرَّأَ وَتَطَاوَعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبَيْتُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

৬৬৭১. আবু বুরদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, নবী স. আমার পিতাকে ও মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামন প্রেরণকালে বলেন : তোমরা (জনগণের সাথে) সহজ ব্যবহার করবে এবং কঠোরতা অবলম্বন করবে না, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর সহযোগিতা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করবে। আবু মুসা রা. বলেন, আমাদের দেশে এক ধরনের পানীয় প্রস্তুত করা হয়, তাকে 'বিত্‌উ' বলা হয়। তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশার বস্তুই হারাম।

২৩-অনুচ্ছেদ : শাসকের দাওয়াত কবুল করা। ওসমান রা. মুগীরা ইবনে শোবার এক গোলামের দাওয়াত কবুল করেন।

৬৬৭২. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فَكُونُوا الْعَانِي، وَاجْتَبُوا الدَّاعِيَ.

৬৬৭২. আবু মুসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা করো এবং দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করো।

২৪-অনুচ্ছেদ : কর্মচারীদের উপটোকন গ্রহণ করা।

৬৬৭২. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ، قَالَ سَفِيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمُنْبَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ الْعَامِلِ تَبْعُهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي أَبْطِيهِ إِلَّا هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا.

৬৬৭৩. আবু হুমাঈদ আস-সাইদী রা. থেকে বর্ণিত। বনী আসাদ গোত্রের ইবনুল লুতাইবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে নবী করীম স. যাকাত সংগ্রহের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। অতপর সে (যাকাতের মাল নিয়ে) মদীনায ফিরে এসে বলে, এটা আপনাদের জন্য আর এটা আমাকে উপটোকন দেয়া হয়েছে। নবী স. মিশরে দাঁড়িয়ে গেলেন। সুফিয়ান বলেন, নবী স. মিশরের ওপরে আরোহণ করলেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতপর তিনি বলেন : কি হলো সে কর্মচারীর! আমরা তাকে প্রেরণ করি। অতপর সে এসে বলে, এটা তোমাদের জন্য আর এটা আমার জন্য। কিন্তু কেন সে তার পিতা বা মাতার ঘরে বসে থাকছে না? তারপর সে দেখুক তাকে উপটোকন দেয়া হয় কিনা? সেই সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তিই অবৈধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা তার ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে। যদি তা উট হয় তবে তা ঘোঁত ঘোঁত করবে অথবা যদি তা গাভী হয় তবে সে হাঙ্গা হাঙ্গা করবে অথবা যদি তা ছাগল হয় তবে তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। অতপর নবী করীম স. হস্তদ্বয় ওপরের দিকে উঠালেন, এমনকি আমরা তাঁর বগলদ্বয়ের ঝুঁজল্য দেখতে পেলাম। শোনো! আমি কি (আল্লাহর বিধান ঠিক ঠিকভাবে) পৌছে দিয়েছি? এরূপ তিনি তিনবার বলেন।

২৫-মুক্ত দাসদেরকে বিচারক বা কর্মচারী নিয়োগ।

৬৬৭৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسْجِدٍ قُبَاءٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ.

৬৬৭৪. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুযাইফা রা.-এর মুক্তদাস সালাম কুফা মসজিদে প্রথম পর্যায়ে মুহাজিরদের ও নবী স.-এর সাহাবাদের ইমামতি করতেন। এ সকল সাহাবাদের মধ্যে আবু বকর রা., ওমর রা., আবু সালামা রা., য়ায়েদ রা. ও আমের ইবনে রাবিয়া রা.-ও ছিলেন।

২৬-অনুচ্ছেদ : জনগণের নেতৃবৃন্দ ।

৬৬৭৫. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنِ إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْوَائَكُمْ أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْوَائُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

৬৬৭৫. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়াল ইবনে মাখরামা রা. তাকে বলেছেন যে, তাদেরকে হাওয়াযেন গোত্রের বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্য মুসলিমগণ অনুমতি প্রদান করলে নবী স. বলেন : আমি জানি না তোমাদের কে অনুমতি দিয়েছে আর কে অনুমতি দেয়নি। অতএব তোমরা সকলে ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দ আমাদের নিকট বিষয়টা পেশ করুক। কাজেই সমস্ত লোক ফিরে গেল। অতপর তাদের নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন। তারপর তারা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ফিরে আসলেন এবং তাঁকে অবহিত করলেন যে, জনগণ এতে সন্তুষ্টচিত্তে মত দিয়েছে ও (বন্দীদের মুক্তি দেয়ার) অনুমতি দিয়েছে।

২৭-অনুচ্ছেদ : শাসকের সম্মুখে তার প্রশংসা করা এবং তার অনুগৃহীতিতে বিপরীত কিছু বলা নিষিদ্ধীয়।

৬৬৭৬. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَسُ بْنُ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا.

৬৬৭৬. মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক লোক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-কে বললো, আমরা আমাদের শাসকের নিকট যাই। আমরা তাদেরকে তখন এমন কথা বলি, বের হয়ে আসার পর যার বিপরীত বলি। তিনি বলেন, এটাকে আমরা মুনাফিকী গণ্য করতাম।

৬৬৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ.

৬৬৭৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন : চোগলখোর হলো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। সে এদের কাছে বলে এক কথা, আর ওদের কাছে বলে আর এক কথা।

২৮-অনুচ্ছেদ : অনুগৃহীত ব্যক্তির বিচার।

৬৬৭৮. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَاحْتَاجُ أَنْ أَخْذُ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ.

৬৬৭৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। হিন্দ নবী স.-কে বললেন, আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ লোক। আমি তার সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে মুখাশেকী হয়ে পড়ি। রসূলুল্লাহ স. বলেন : তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করো।

২৯-অনুচ্ছেদ : কাউকে তার কোনো ভাইয়ের অধিকার থেকে বিচারকের রায়ে কিছু প্রদান করা হলে তা যেন সে গ্রহণ না করে। কেননা বিচারকের রায় হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করতে পারে না।

৬৬৭৭. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةَ بِيَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا.

৬৬৭৯. নবী পত্নী উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. তাঁর ঘরের দরজায় ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বেরিয়ে এসে বলেন : আমি অবশ্যই একজন মানুষ। বিবাদকারীগণ আমার নিকট মোকদ্দমা নিয়ে আসে। তোমাদের কেউ হয়ত অন্যের চেয়ে বেশী বাকপটু হতে পারে। তখন আমি মনে করি, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদী। অতএব আমি তার পক্ষে রায় দেই। কিন্তু অন্য কোনো মুসলিমের হক থেকে কোনো ব্যক্তির পক্ষে যদি আমি রায় প্রদান করি তা হচ্ছে জাহান্নামের একটি টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুক কিংবা বর্জন করুক।

৬৬৮০. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمَعَةَ مَنَى فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ إِنَّ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَى فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْفِرَاشِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُنْتَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৬৮০. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াককাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাসকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, জাময়ার দাসী-পুত্র আমার থেকে (আমার ঔরসজাত)। অতএব তুমি তাকে তোমার অধিকারে নিয়ে আসবে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ রা. তাকে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, এ আমার ভ্রাতৃপুত্র! আমার ভাই এ ব্যাপারে আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন। তখন আবদ ইবনে জাময়া তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন,

সে আমার ভাই, আমার পিতার দাসী-পুত্র ! এবং আমার পিতার বিছানায় (ঘরেই) সে জন্মগ্রহণ করেছে। অতপর তারা উভয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট মোদকদমা দায়ের করলো। সা'দ বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ; আমার ভাই এ ব্যাপারে আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন। আবদ ইবনে জাময়া বলেন, এ আমার ভাই, আমার পিতার দাসী-পুত্র এবং আমার পিতার বিছানায় (ঘরেই) সে জন্মগ্রহণ করেছে। নবী স. বলেন : হে আবদ ইবনে জাময়া! সে তোমারই। তিনি আরো বলেন : সন্তান বিছানার মালিকের। আর ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তুত। তারপর তিনি সাওদা বিনতে জাময়া রা.-কে বলেন : তুমি এর থেকে পর্দা করবে। কেননা তিনি উতবার সাথে তার সাদৃশ দেখেছিলেন। সুতরাং সে আমরণ সাওদা রা.-কে দেখতে পায়নি।

৩০-অনুচ্ছেদ : কূপ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান।

৬৬৮১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعَ مَالاً وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الْآيَةَ فَجَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فِي نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بُرٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَاكَ بَيْنَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلْيَحْلِفْ قُلْتُ إِنْ يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَإِيمَانِهِمْ الْآيَةَ.

৬৬৮১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : কেউ অন্যের মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করলে সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ তার ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। অতপর আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন : “নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও তাদের কসমকে (ক্ষুদ্র স্বার্থে) বিক্রয় করে ----।”-সূরা আলে ইমরান : ৭৭। আশআস ইবনে কয়েস রা. এমন সময় আসলেন, যখন আবদুল্লাহ রা. লোকদের নিকট একথা বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন যে, এ আয়াতটি আমার ও অন্য একটি লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সাথে আমি একটি কূপ নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম। রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন : তোমার কি কোনো প্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তিনি বলেন : তবে তাকে কসম করতে হবে। আমি বললাম, সে তৎক্ষণাৎ মিথ্যা কসম করবে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের কসমকে (ক্ষুদ্র স্বার্থে) বিক্রয় করে ---।”-আলে ইমরান : ৭৭

৩১-অনুচ্ছেদ : অধিক সম্পদ ও অল্প সম্পদ সম্পর্কে মীমাংসা করা। ইবনে উয়াইনা ইবনে শুবরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, অধিক সম্পদ ও অনধিক সম্পদ সম্পর্কে কায়সালার পদ্ধতি একই।

৬৬৮২- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ أَقْضَى لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَأِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا.

৬৬৮২. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর ঘরের দরজার নিকট শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি তাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার নিকট

ফরিয়াদীগণ মোকদ্দমা নিয়ে আসে। হয়ত কেউ অন্যের চেয়ে বেশী বাকপটু হয়। কাজেই আমি তার পক্ষে রায় প্রদান করে থাকি এবং আমি মনে করি সে সত্যবাদী। অতএব আমি কোনো মুসলিমের হক থেকে (ভুলবশতঃ) দিয়ে থাকলে তা জাহান্নামের একটি টুকরা মাত্র। অতএব সে তা গ্রহণ করুক কিংবা বর্জন করুক।

৩২-অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক সরকারী বা নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় করা। নবী স. নুআইম ইবনে নাহ্‌হাম-এর একটি মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় করেন।

৬৬৮২- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانٍ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ.

৬৬৮৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জানতে পারলেন যে, তাঁর একজন সাহাবী তার গোলামকে মুদাব্বার করেছেন। অথচ এ গোলামটি ছাড়া তার কোনো মাল-সম্পদ ছিলো না। রসূলুল্লাহ স. গোলামটিকে আট শত দিরহামে বিক্রয় করেন এবং বিক্রয়মূল্য তার নিকট পাঠিয়ে দেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ : যিনি শাসক সম্পর্কে অস্ত্র ব্যক্তির তিরস্কারকে আমল দেন না।

৬৫৮৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَالَ إِنَّ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَآيَمُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَخَلِيفًا لِلإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَيَّ، وَإِنْ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

৬৬৮৪. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবনে যায়েদ রা.-কে সেই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। কিন্তু তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হলো। তখন রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বলেন : আজ তোমরা তার নেতৃত্বের সমালোচনা করছো, অবশ্য একদিন তোমরা তার পিতার নেতৃত্বেও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! যায়েদ নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল এবং লোকদের মধ্যে সে আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। তারপরে লোকদের মধ্যে উসামা আমার নিকট বেশী প্রিয়।

৩৪-অনুচ্ছেদ : আলান্দুল খিসাম অর্থাৎ নিকট ঝগড়াটে স্বভাবের লোক। লুদ্ব অর্থ চরম ঝগড়াটে।

৬৬৮৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ.

৬৬৮৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : আল্লাহর কাছে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত হলো ঝগড়াটে লোক।

৩৫-অনুচ্ছেদ : বিচারকের অন্যায় ও জুলুমমূলক অথবা বিশেষজ্ঞ আলোচনায় বিপরীত রায় বাতিল গণ্য হবে।

৬৬৮৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمْ يَحْسِنُوا

أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأًا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِمَّنْ أَسِيرُهُ وَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِمَّنْ أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَرَّتَيْنِ.

৬৬৮৬. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে জায়ীমাহ গোত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা ভালোভাবে পরিষ্কার করে বলতে পারলো না যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। বরং তারা বললো, 'সাবা'না 'সাবা'না' (আমরা পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করেছি)। সুতরাং খালিদ রা. তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করলেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে বন্দী প্রদান করে হত্যার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না এবং আমার সংগীগণের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না। এ ঘটনা আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি দুবার বলেন : “হে আল্লাহ! খালিদ ইবনে ওয়ালিদ যা করেছে তা হতে আমি নিজেকে তোমার নিকট দায়মুক্ত ঘোষণা করছি।”

৩৬-অনুচ্ছেদ : ইমামের (শাসকের) কোনো গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা।

৬৬৮৭- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ هِتَالُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَاذْنَ بِلَالٍ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفَّ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيفَ لَا يُمَسِّكُ عَلَيْهِ التَّلَفَّتْ فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَهُ فَأَوَمَّ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أَمُضِ وَأَوَمَّ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيْئَةً فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوَمَّاتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضِيَّتَ؟ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوْمَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لِلْقَوْمِ إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالَ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءَ.

৬৬৮৭. সাহল ইবনে সা'দ আস সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনি আমর গোত্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত হলো। নবী স. এ সংবাদ পেয়ে যোহরের নামায পড়লেন। অতপর তাদের মধ্যে সন্ধি করার জন্য সেখানে গেলেন। অতপর যখন আসর নামাযের সময় উপনীত হলো বেলাল আযান দিলেন এবং ইকামত দিয়ে আবু বকরকে (নামায পড়ানোর) অনুরোধ করলে তিনি সামনে অগ্রসর

হলেন। আবু বকর রা. নামাযরত এ অবস্থায় নবী স. এসে পৌছলেন। লোকদের ইতস্ততঃ বোধ হলো। শেষে তিনি আবু বকর-এর পেছনে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকজন হাতে তালি দিলেন। রাবী বলেন, আবু বকর যখন নামায আরম্ভ করতেন—নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনোদিকে দৃষ্টিপাত করতেন না। আবু বকর যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, হাত তালি আর থামছে না, তখন তিনি পেছনে তাকালেন এবং নবী স.-কে দেখতে পেলেন। তিনি আবু বকরকে হাতের ইশারায় নামায শেষ করতে ও তার জায়গায় অবস্থান করতে বললেন। আবু বকর রা. এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন এবং নবী স.-এর কথার ওপরে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর পেছনে সরে এলেন। নবী স. তা দেখে সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। তিনি নামায সমাপ্ত করে আবু বকরকে বলেন, হে আবু বকর! আমি যখন তোমাকে নামায পূর্ণ করার জন্য ইশারা করলাম, তখন তোমাকে কিসে বাঁধা প্রদান করলো? তিনি আরম্ভ করলেন, ইবনে আবু কোহাফার জন্য নবী স.-এর উপস্থিতিতে ইমামতি করা শোভা পায় না। অতপর নবী স. বলেন, তোমাদের (নামাযের মধ্যে) কোনো কিছুর সমস্যা দেখা দিলে, তোমরা তখন তাসবীহ অর্থাৎ ‘সুবহানালাহ’ বলবে এবং স্ত্রী লোকেরা হাতে তালি দেবে।

৩৭-অনুচ্ছেদ : সচিবদের বিশ্বস্ত ও প্রজ্ঞাবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

٦٦٨٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ لِمَقْتُلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقِرَاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِقِرَاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرُ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابُّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتُ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ وَاجْمَعُهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلٍ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُحِثُّ مُرَاجِعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى فَتَتَّبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسْبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ فِي آخِرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِلَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةٍ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةٍ فَالْحَقَّتْهَا فِي سُورَتِهَا، وَكَانَتْ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ

৬৬৮৮. যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক কুরআনের হাফেয শহীদ হওয়ায় আবু বকর রা. আমাকে ডেকে পাঠান। ওমর রা.-ও তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর রা. বলেন, ওমর আমার নিকট এসে বলেছেন, বহুসংখ্যক কুরআনের হাফেয ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, সমস্ত জায়গার বহুসংখ্যক কুরআনের হাফেয শহীদ হয়ে কুরআনের বহুলাংশ নষ্ট হয়ে না যায়। এজন্য আমি মনে করি, আপনি কুরআন সংকলন করার নির্দেশ দিবেন। আমি ওমরকে বললাম, আমি কেমন করে এমন কাজ করি যা রসূলুল্লাহ স. করেননি! ওমর বলেন, আল্লাহর কসম! এটা তো সর্বোত্তম কাজ। ওমর এ ব্যাপারে আমাকে বারবার বলতে লাগলো। শেষে আল্লাহ এ বিষয়ে আমার বক্ষ খুলে দিলেন, যে বিষয়ে আল্লাহ ওমরের বক্ষ খুলে দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে ওমর যা (কল্যাণ) দেখতে পেয়েছে আমিও তাই দেখতে পেলাম। যায়েদ রা. বর্ণনা করেন, আবু বকর রা. আমাকে বলেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। কেননা তুমি রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য ওহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআন অনুসন্ধান করো এবং তা একত্র করো। যায়েদ রা. বলেন, আল্লাহর কসম! যদি আবু বকর রা. আমাকে একটি পাহাড়কে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিতেন তবে তা কুরআন সংগ্রহ ও একত্র করার চেয়ে আমার নিকট বেশী ভারী হতো না। আমি বললাম, আপনারা এমন কাজ কিভাবে করবেন, যা রসূলুল্লাহ স. করেননি! আবু বকর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! এতো এক বিরাট কল্যাণকর কাজ! যায়েদ রা. বলেন, আবু বকর রা. বারবার আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। শেষে আল্লাহ এ বিষয়ে আমার বক্ষ খুলে দিলেন, যে বিষয়ে আল্লাহ আবু বকর ও ওমরের বক্ষ খুলে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যে কল্যাণ দেখতে পেলেন, আমিও তা দেখতে পেলাম। তারপর আমি কুরআন অনুসন্ধান করতে লাগলাম এবং খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়া, স্বেত পাথর ও মানুষের বক্ষ থেকে একত্র করতে লাগলাম। অতপর সূরা তাওবার শেষ আয়াত—“নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছেন ---।”-(শেষ পর্যন্ত)। খুযায়মা কিংবা আবু খুযায়মার নিকট প্রাপ্ত হলাম এবং তা সূরা তাওবার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিলাম। কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি আবু বকর রা.-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। অতপর ওমর রা.-এর নিকট তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিল। তারপর তা হাফসা বিনতে ওমর রা.-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

৩৮-অনুচ্ছেদ : গভর্নরদের নিকট শাসকের চিঠি এবং কর্মচারীর নিকট বিচারকের চিঠি।

৬৬৮৯. عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كِبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَخْبَرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي قَفِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَاتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ فَأَقْبَلَ هُوَ وَآخُوهُ حَوِصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ كَبُرَ كِبَرُ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حَوِصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُودَا صَاحِبَيْكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤَذِّنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكَتَبَ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَوِصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ اتَّحِلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ نَمَّ

صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا، قَالَ افْتَحِلِفْ لَكُمْ يَهُودُ، قَالُوا لَيْسَ بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارُ، قَالَ سَهْلٌ فَرَكَضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةً.

৬৬৮৯. সাহল ইবনে আবু হাছমা রা. থেকে বর্ণিত। সাহল রা. ও তার গোত্রের কতক সম্মানিত লোক বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়্যাছাহ দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে খায়বরে চলে যায়। অতপর মুহাইয়্যাছাহ অবগত হন যে, আবদুল্লাহকে হত্যা করে একটি গর্তে কিংবা কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি ইহুদীদের নিকট গিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! তোমরাই তাকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি। তারপর সে তার গোত্রের নিকট গিয়ে ঘটনাটি তাদের কাছে বললো। তারপর সে ও তার বড় ভাই হুয়াইয়্যাছাহ এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহল [রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট] আসলেন। আবদুর রহমান ইবনে সাহল তখন খায়বরে বাস করতেন। মুহাইয়্যাছাহ কথা বলার জন্য অগ্রসর হলে রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, বড়দের বড়দের (অর্থাৎ বড়দের প্রথমে কথা বলতে দাও)। তখন হুয়াইয়্যাছাহ প্রথমে কথা বলেন এবং পরে মুহাইয়্যাছাহ কথা বললেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন : ইহুদীরা হয় তোমাদের মৃত সঙ্গীর রক্তপণ আদায় করবে নতুবা তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। রসূলুল্লাহ স. তাদের নিকট একথাই লিখে পাঠালেন। তারা লিখে জানালো যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। তখন রসূলুল্লাহ স. হুয়াইয়্যাছাহ, মুহাইয়্যাছাহ ও আবদুর রহমান ইবনে সাহলকে বলেন : তোমরা কি কসম করে তোমাদের সাথীর রক্তপণের দাবিদার হবে? তারা বললেন, না। রসূলুল্লাহ স. বলেন : ইহুদীরা কি তোমাদের সম্মুখে কসম করবে? তারা বলেন : কিন্তু তারা তো মুসলিম নয়। অতপর রসূলুল্লাহ স. নিজের পক্ষ থেকে একশত উষ্ট্রী রক্তপণ হিসেবে তাকে প্রদান করলেন। সাহল বর্ণনা করেন, উষ্ট্রীগুলো ঘরে নেয়া হলে, একটি উষ্ট্রী আমাকে লাথি মেরেছিল।

৩৯-অনুচ্ছেদ : শাসক কর্তৃক কেবলমাত্র একজন লোককে কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করা বৈধ কিনা।

৬৬৭০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزْنِي بِأَمْرَاتِهِ، فَقَالُوا لِي إِنْ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةً، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا قُضِيَ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدَّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمَهَا، فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْيْسٌ فَرَجَمَهَا.

৬৬৯০. আবু হুরাইরা ও য়ায়েদ ইবনে শালিদ আল জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে আব্দাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করুন। তার বিপক্ষের লোকটিও দাঁড়িয়ে বললো, সে সত্য কথাই বলেছে। কাজেই আপনি আমাদের মাঝে আব্দাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করুন। বেদুঈন বললো, আমার

পুত্র এ লোকের শ্রমিক ছিল। সে তার স্ত্রী সাথে যেনা করে। লোকেরা আমাকে বলেছে, তোমার পুত্রকে রজম করা হবে (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে)। আমি আমার পুত্রকে এক শত ছাগল ও এক দাসীর বিনিময়ে তার নিকট হতে মুক্ত করে এনেছি। অতপর আমি জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোকদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা সকলেই বলেন, তোমার পুত্রের একশত বেত্রাঘাতসহ এক বছরের নির্বাসন দণ্ড হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেনঃ আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করবো। দাসী ও ছাগল তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। তোমার পুত্রের একশত বেত্রদণ্ড সহ এক বছরের নির্বাসন দণ্ড হবে। রসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে বললেন, হে উনাইস! তুমি ভোরে এ লোকটির স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাকে রজম করবে। সুতরাং সে পরদিন প্রাতে গিয়ে তাকে রজম করে।

৪০-অনুচ্ছেদ : শাসকের দোভাষী। একজন দোভাষী রাখা বৈধ কিনা? যান্নেদ ইবনে সাবেত বর্ণনা করেন, নবী স. তাকে ইহুদীদের লেখা (ভাষা) শিক্ষা করার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমি নবী স.-এর পক্ষ থেকে তাদের নিকট পত্রাদি লিখতাম এবং ইহুদীরা পত্র লিখলে আমি তা রসূলুল্লাহ স.-কে পাঠ করে শুনাতাম। ওমর রা. আলী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও ওসমান ইবনে আফফান-এর উপস্থিতিতে বলেন, এ স্ত্রী লোকটি কি বলছে? আবদুর রহমান ইবনে হাতেব বলেন, আমি বললাম, স্ত্রীলোকটি আপনাকে তার সাথী সম্পর্কে বলছে, যে সে তার সাথে যেনা করেছে। আবু হামযা রা. বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা. ও জনগণের মাঝে দোভাষীর কাজ করতাম। কেউ কেউ বলেন, বিচারক বা শাসকের জন্য দু'জন দোভাষী আবশ্যিক।

৬৬৭১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِيَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأُثَلِّ هَذَا، فَإِنْ كَذَبْنِي فَكَذِّبُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ.

৬৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাকে বলেছেন, হিরাক্লিয়াস তাকে কুরাইশ কাফেলার লোকজনসহ ডেকে পাঠান। তিনি তার দোভাষীকে বলেন, তুমি তাদেরকে বলো, আমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। যদি সে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে চায় তবে তাদেরও তার বিরোধিতা করা কর্তব্য। রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন। অতপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলেন, তুমি তাকে বলে দাও, তুমি যা বলেছ, তা যদি সত্য হয় সে (মুহাম্মদ) আমার এ পদদ্বয়ের নীচের যমীনেরও মালিক হবে।

৪১-অনুচ্ছেদ : শাসকের নিকট গভর্নরদের জবাবদিহিতা।

৬৬৭২- عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللَّثَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَاسِبَهُ قَالَ هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّيْتُ اللَّهَ فَيَأْتِي أَحَدَهُمْ

فَيَقُولُ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ اللَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا فَلَا عَرْفَنَ مَا جَاءَ اللَّهُ رَجُلٌ يَبْعِيهِ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خُورٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِئِهِ إِلَّا هَلْ بَلَّغْتُ.

৬৬৯২. আবু হুমাইদ আস সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. সুলাইম গোত্রের (যাকাত সংগ্রহের জন্য) ইবনে লুতাইবিয়াকে কর্মচারী নিয়োগ করেন। পরে সে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আগমন করে তাকে হিসেব দিল। সে বললো, এটা হচ্ছে আপনাদের (যাকাত) আর এটা আমাকে উপটোকন দেয়া হয়েছে। নবী স. বলেন : তুমি তোমার পিতা-মাতার ঘরে কেন বসে রইলে না ? তোমার নিকট কোনো উপটোকন আসে কিনা—যদি তুমি সত্যবাদী হও ? অতপর রসূলুল্লাহ স. জনগণের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়ান। আল্লাহর প্রশংসা করার পর তিনি বলেন : আমি তোমাদের মধ্য থেকে লোকদেরকে সেসব কাজের জন্য নিয়োগ করি—যা আল্লাহ আমাকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তোমাদের কেউ আমার কাছে এসে বলে, 'এটা আপনাদের (যাকাতের মাল) আর এটা আমাকে উপটোকন দেয়া হয়েছে। সে তার পিতা-মাতার ঘরে কেন বসে রইলো না, তার নিকট উপটোকন আসে কিনা, যদি সে সত্যবাদী হয় ? আল্লাহর কসম ! তোমাদের যে কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু অবৈধভাবে গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর নিকট তা ঘাড়ে বহন করে আনবে। সাবধান ! আমি অবশ্যই তা চিনতে পারবো, মানুষ যা নিয়ে আল্লাহর নিকট হাযির হবে। যদি তার সাথে উট হয় তবে তা ঘোঁত ঘোঁত করবে, গাভী হলে হাঙ্গা হাঙ্গা, আর ছাগল হলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। অতপর তিনি তাঁর হাত এতো উপরে তুলে বলেন যে, আমরা তাঁর বগলদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য পর্যন্ত দেখতে পেলাম, শোন ! আমি কি পৌছে দিয়েছি ?

৪২-অনুচ্ছেদ : শাসক ও বিচারকের সভাসদ ও পরামর্শ দাতা। 'বিতানাহ' শব্দের অর্থ ইমাম বুখারী 'আদ-দুখালা' করেছেন। অর্থাৎ এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তি যিনি শাসনকর্তা অথবা বিচারক প্রমুখের সাথে একান্তে মিলিত হতে পারেন, প্রজাদের কার্যাবলী সম্পর্কে পরামর্শ ও মতামত বিনিময় করেন এবং সরকার সে মোতাবেক কাজও করেন। 'আল বিতানাহ' অর্থ যিনি অতি গোপনীয় বিষয় অবগত আছেন।

৬৬৯৩-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِيْطَانَتَانِ بِيْطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، وَبِيْطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ.

৬৬৯৩. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন : আল্লাহ যাকেই নবী ও খলীফা করে পাঠিয়েছেন, তার জন্য দুজন পরামর্শ দাতা নির্ধারিত করে রেখেছেন। একজন তাকে ন্যায় কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং সে জন্য তাকে উৎসাহিত করে। অপরজন তাকে অন্যায় কাজের পরামর্শ দেয় এবং এজন্য তাঁকে প্ররোচিত করে। অতএব নিষ্পাপ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে (এমন খরাপ পরামর্শদাতা থেকে) আল্লাহ হেফাযত করেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ : জনগণ কিভাবে শাসকের নিকট আনুগত্যের শপথ করবে ?

৬৬৯৪. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا تَنْزَاعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَانِمٍ.

৬৬৯৪. উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট বাইয়াত হলাম যে, আমরা (উপদেশ) শ্রবণ করবো। সুখে-দুঃখে আনুগত্য করবো। যোগ্য শাসকের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবো না, সং পথে অবিচল থাকবো বা সর্বদা সত্য কথা বলবো এবং আল্লাহর পথে কোনো ভৎসনাকারীর ভৎসনাকে মোটেই পরোয়া করবো না।

৬৬৯৫. عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَاجَابُوا: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا.

৬৬৯৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. শীত ঋতুতে ভোরবেলা বাইরে বের হলেন। তখন মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করছিলেন। নবী স. বলেনঃ হে আল্লাহ! প্রকৃত কল্যাণ তো আখেরাতের কল্যাণ। অতএব তুমি অনুগ্রহ করে আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করো। জবাবে সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো সেই লোক যারা নবী স.-এর নিকট আজীবন জিহাদ করার জন্য শপথ করেছি।

৬৬৯৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ.

৬৬৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইয়াত করতাম তখন তিনি আমাদের বলতেন, 'তোমার সাধ্যমত।'

৬৬৯৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ أَنِّي أَقْرَأُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَنْ بَنِي قَدْ أَقْرَأُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ.

৬৬৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর রা.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন লোকেরা আবদুল মালেকের খেলাফতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি বলেন, ইবনে ওমর রা. পত্র লিখলেন যে, আল্লাহর বান্দাহ আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেকের কথা শ্রবণ ও আনুগত্য করা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ মোতাবেক তা যথাসাধ্য আমি স্বীকার করছি। আর আমার পুত্রগণও এরূপ স্বীকার করছে।

৬৬৯৮. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقْنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنَّصِيحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

৬৬৯৮. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট শ্রবণ, আনুগত্য ও প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। নবী স. আমাকে বলেন, 'তোমার যথাসাধ্য'।

৬৬৯৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَقْرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَإِنْ بَنِي قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ.

৬৬৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জনগণ আবদুল মালেকের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলো, তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আব্দাহর বান্দাহ আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেকের নিকট পত্র লিখলেন, 'আমি আব্দাহর বান্দাহ আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেকের আদেশ আব্দাহর কিতাব ও রসূলের হাদীস মোতাবেক যথাসাধ্য শ্রবণ ও আনুগত্য করার স্বীকারোক্তি করছি। আমার পুত্রগণও তার স্বীকারোক্তি করছে।

৬৭০০. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ

৬৭০০. ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়দেদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা হোদাইবিয়ার দিনে কোন্ বিষয়ে নবী স.-এর হাতে বাইয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, 'মৃত্যুর জন্য'।

৬৭০১. عَنْ الْمِسْوَورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَاهُمُ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ بِالَّذِي أَنَا فِسْكُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنْ كُنْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُمْ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمَرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتَّبِعُ أَوْلِيكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطُأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ. قَالَ الْمِسْوَورُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَأَيْكَ نَائِمًا، فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَ بِكَثِيرٍ نَوْمٍ انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَتَجَاوَاهُ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ

فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَدِّنُ بِالصُّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ
وَأَجْتَمَعَ أَوْلِيكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافُوا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا
اجْتَمَعُوا تَشْهَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ
النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا ، فَقَالَ أَبَايُكَ
عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَيَايَعُهُ النَّاسُ
وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ .

৬৭০১. মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা রা. থেকে বর্ণিত। ওমর রা. খলীফা নির্বাচন করার ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির বোর্ড গঠন করেছিলেন, তারা একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন। আবদুর রহমান তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি, যে খেলাফতের প্রত্যাশী নয়। কিন্তু তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করতে পারি। তারা আবদুর রহমানকে এ বিষয়ের দায়িত্ব দিলেন। তারা আবদুর রহমানকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দিলে লোকেরা তার দিকে ঝুঁকে পড়লো। এমনকি আমি কোনো লোককে তাঁদের দিকে ঝুঁকতে বা তাঁদের পশ্চাদানুসরণ করতে দেখিনি। বরং লোকেরা আবদুর রহমানের দিকেই ঝুঁকে পড়লো এবং প্রতি রাতে তাঁর সাথে পরামর্শ করতে লাগলো। তারপর সেই রাত আগমন করলো, যার সকাল বেলা আমরা ওসমান রা.-এর হাতে বাইয়াত হলাম। মিসওয়্যার রা. বলেন, রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবদুর রহমান আমার কাছে আসলেন এবং দরজা খট্ খট্ করলেন। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখছি। আল্লাহর কসম! আমি এ তিন রাতে বেশী ঘুমাতে পারিনি। যাও, যুবায়ের ও সা'দকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি তাঁর কাছে তাঁদেরকে ডেকে আনি এবং তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করেন। তারপর তিনি আমাকে ডেকে বলেন, আলী রা.-কে ডেকে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁর সাথে অর্ধ রাত পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। তারপর আলী রা. তাঁর নিকট থেকে উঠে চলে যান। তিনি খেলাফতের প্রত্যাশী ছিলেন। সুতরাং আবদুর রহমান আলী রা. সম্পর্কে কিছুটা ভীত ছিলেন। তারপর তিনি ওসমান রা.-কে ডেকে আনতে বললেন। তিনি তার সাথে ফজরের আযান পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। যখন তিনি ফজরের নামায পড়ালেন এবং ঐ দলটি মিশরের নিকট সমবেত হলেন, তখন তিনি (মদীনায়া) উপস্থিত মুহাজির, আনসার এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের ডেকে পাঠান। যারা গত হজ্জে ওমর রা.-এর সাথে ছিলেন। তারা সকলে সমবেত হলে আবদুর রহমান রা. সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং বলেন, হে আলী! আমি এ ব্যাপারে লোকদের ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেছি। তারা কাউকে ওসমান রা.-এর সমকক্ষ মনে করে না। কাজেই আপনি মনে কিছু করবেন না। আলী রা. বলেন, হে ওসমান! আমি আপনার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং পূর্ববর্তী দুই খলীফার সূন্যাতের ওপর বাইয়াত হচ্ছি। অতপর আবদুর রহমান রা. তাঁর হাতে বাইয়াত হন। অতপর উপস্থিত লোকজন, মুহাজির, আনসার, সেনাবাহিনীর অধিনায়কগণ এবং গণ্যমান্য মুসলিমগণ তার হাতে বাইয়াত হন।

৪৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দুইবার বাইয়াত হয়েছে।

৬৭০২. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَقْوَعِ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي.

৬৭০২. সালামা ইবনুল আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বৃক্ষের নীচে রসূলুল্লাহ স.-এর হাতে বাইয়াত হলাম। নবী স. আমাকে বলেন : হে সালামা ! তুমি কি বাইয়াত নিবে না ? আমি আরম্ভ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি তো প্রথমবারেই বাইয়াত হয়েছি। তিনি বলেন : দ্বিতীয়বারও করো।

৪৫-অনুচ্ছেদ : ‘বেদুঈনদের’ বাইয়াত গ্রহণ।

৬৭০৩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَهُ وَعْكٌ، فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فُخِرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تُنْفَى خَبْنَهَا وَيَنْصَعُ طَبِئَهَا.

৬৭০৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ইসলামের ওপর বাইয়াত হলো। অতপর সে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলো। সে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, ‘আমার বাইয়াত বাতিল করুন। নবী স. তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পুনঃ সে নবী স.-এর নিকট আসলে নবী স. তা অস্বীকার করলেন। আবার সে এসে বললো, আমার বাইয়াত বাতিল করুন। এবারেও নবী স. তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর বেদুঈন (মদীনা থেকে) চলে গেলো। তখন নবী স. বলেন : ‘মদীনা হলো হাঁপরের ন্যায়’। তা অপবিত্র বস্তুকে বের করে দেয় এবং এর উত্তম বস্তুকে রেখে দেয়।

৪৬-অনুচ্ছেদ : অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বাইয়াত গ্রহণ।

৬৭০৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضْحَى بِالشَّاءِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ.

৬৭০৪. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর যমানা পেয়েছিলেন। তার মাতা যয়নাব বিনতে হুমাইদ তাকে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! ‘এর বাইয়াত’ গ্রহণ করুন। নবী স. বলেন : সে তো এখনো ছোট। অতপর তিনি তার মাথার ওপর হাত ফেরালেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম তার সকল পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করতেন।

৪৭-অনুচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তি বাইয়াত হওয়ার পর তা রদ করলো।

৬৭০৫. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى الْأَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا

৬৭০৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করলো। মদীনায়ে তার ভীষণ জ্বর হলো। সে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। নবী স. তা অস্বীকার করলেন। পুনঃ সে নবী স.-এর নিকট আসলে নবী স. অস্বীকার করলেন। আবার সে এসে বললো, বাইয়াত বাতিল করে দিন। নবী স. এবারও তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর সে (মদীনা থেকে) চলে গেলো। তখন নবী স. বলেন : মদীনা হাঁপরের ন্যায়। তা এর অপবিত্র বস্তুকে বহিষ্কার করে দেয় এবং এর উত্তম বস্তুকে উজ্জ্বল করে রেখে দেয়।

৪৮-অনুবাদ : যে ব্যক্তি কেবল পার্শ্ব স্বার্থে কারো কাছে বাইয়াত হলো।

৬৭০৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يَبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ آعْطَاهُ مَا يَرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يَبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا.

৬৭০৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, গুনাহ থেকে তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। যে ব্যক্তির নিকট রাস্তার পাশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে, কিন্তু পথিকদের তা পান করতে দেয় না ; যে ব্যক্তি কেবল পার্শ্ব স্বার্থে শাসকের নিকট বাইয়াত হয়, যদি শাসক তার চাহিদা মোতাবেক প্রদান করেন তবে তার বাইয়াত পূর্ণ করে, নচেৎ সে পূর্ণ করে না এবং যে ব্যক্তি আসর নামাযের পর তার পণ্য বিক্রয়কালে (মিথ্যা কসম করে) বলে, আল্লাহর কসম! এতো মূল্য তো অন্যান্য খরিদ্ধার আমাকে দিতে চেয়েছিলো। অতপর ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে উক্ত দ্রব্য ক্রয় করে। অথচ অন্যান্য খরিদ্ধার তাকে ঐ মূল্য দিতে চায়নি।

৪৯-অনুবাদ : নারীদের বাইয়াত গ্রহণ। ইবনে আব্বাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬৭০৭. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِيَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرَهُ اللَّهُ فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقِبُهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

৬৭০৭. উবাদা ইবনুস সামেত রা. বলেন, আমরা এক বৈঠকে থাকাকালে রসূলুল্লাহ স. আমাদের বলেনঃ তোমরা আমার নিকট বাইয়াত হও যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, তোমাদের সম্মানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করবে না ও ন্যায় কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে। আর যে ব্যক্তি এর মধ্যকার কোনো অন্যায় কাজ করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি ভোগ করে থাকে তাহলে সেটা তার জন্য তার কাফ্ফারা হবে। আর যে ব্যক্তি এর মধ্য হতে কোনো অন্যায় কাজ করে এবং আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তার ব্যাপারটা আল্লাহর দায়িত্বে। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করবেন। সুতরাং আমরা একথার ওপর তাঁর নিকট বাইয়াত হলাম।

৬৭০৮. ১৭০৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ : لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا.

৬৭০৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. “তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না” শীর্ষক আয়াতের ভিত্তিতে মহিলাদের বাইয়াত করতেন। আয়েশা রা. আরো বলেন, রসূলুল্লাহ স. নিজ জ্বীদের ছাড়া অন্য কোনো জ্বীলোকের হাত স্পর্শ করেনি।

৬৭০৯. ১৭০৯. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ بَايَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَىَّ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةً مِنْ يَدِهَا فَقَالَتْ فَلَانَتْ أَسْعَدْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعْتُ فَمَا وَفَّتْ امْرَأَةً إِلَّا أُمُّ سَلِيمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةً مُعَاذٍ أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةٌ مُعَاذٍ.

৬৭০৯. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট বাইয়াত নিলাম এবং তিনি আমাদের সামনে “তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না” শীর্ষক আয়াত পাঠ করলেন। তিনি আমাদেরকে বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন। আমাদের মধ্যকার এক মহিলা নিজের হাত চেপে ধরে বললো, অমুক জ্বীলোক (বিলাপ করো কেঁদে) আমাকে সহায়তা করায় আমি তার ক্ষতিপূরণ করতে চাই। এতে নবী স. কিছুই বললেন না। সুতরাং উক্ত মেয়েলোকটি চলে গেলো বা ফিরে গেলো। উম্মে সুলাইম, উম্মে আলা, আবু সাবরার কন্যা, মুয়াজ্জ রা.-এর জ্বী ছাড়া কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি।

৫০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বাইয়াত ভঙ্গ করে। আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ : الْآيَةِ

“নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বাইয়াত হলো তারা যেন আল্লাহর নিকট বাইয়াত হলো।”

-সূরা আল ফাত্হ : ১০

৬৭১০. عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَايِعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقْلِنِي فَأَبَى فَلَمَّا وَلَّى قَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبَثُهَا وَتَنْصَعُ طِبْنُهَا.

৬৭১০. জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী স.-এর নিকট এসে বললো, আমাকে ইসলামের ওপর বাইয়াত করুন। রসূলুল্লাহ স. তাকে বাইয়াত করেন। পরদিন সে জুরে আক্রান্ত হয়ে এসে রসূলুল্লাহ স.-কে বললো, আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। বেদুঈন যখন (মদীনা থেকে) চলে গেলো, রসূলুল্লাহ স. বললেন : মদীনা হাঁপরের ন্যায়। সে তার অপবিত্র বস্তুকে বের করে দেয় এবং উত্তম ও পবিত্র বস্তুকে রেখে দেয়।

৫১-অনুচ্ছেদ : খলীফা (রাষ্ট্র প্রধান) নিযুক্ত করার বর্ণনা।

৬৭১১. عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأَسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ لَوْ كَانَ وَآنَا حَيٌّ فَاسْتَغْفِرُ لَكَ وَادْعُو لَكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَتَكَلِّمُهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُظَنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتُ آخِرَ يَوْمِكَ مُعْرِسًا يَبْغُضُ زَوْجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَنَا وَارَأَسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَا بِي اللَّهِ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ.

৬৭১১. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রা. (ভীষণ মাথা ব্যথার কারণে) বলেন, 'হায় আমার মাথা!' রসূলুল্লাহ স. বলেন : 'এতে যদি তোমার মৃত্যু ঘটে—আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করবো।' আয়েশা (রা) বললেন, 'আমার মা আমার জন্য বিলাপ করুক'; আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, আপনি আমার জন্য মৃত্যু কামনা করছেন। যদি তাই হয় তবে আপনি দিন শেষে আপনার কোনো স্ত্রীর সাথে আমোদ উপভোগে লিপ্ত হতে পারবেন। নবী স. বলেন : না, বরং আমি বলবো : 'হায় আমার মাথা! আমি আবু বকর ও তার পুত্রকে ডেকে পাঠিয়ে খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম, যাতে আবু বকরের পরিবর্তে খলীফা নিযুক্তির কথা কেউ বলতে না পারে কিংবা কেউ তার আশা পোষণ না করতে পারে। অতপর আমি (মনে মনে) বললাম : (আবু বকর-এর পরিবর্তে অপর কারো খলীফা নিযুক্ত হওয়া) আল্লাহ অস্বীকার করবেন এবং মুমিনগণও প্রত্যাখ্যান করবেন কিংবা আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন এবং মুমিনগণ তা অস্বীকার করবেন।

৬৭১২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ اسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّقُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَى لَا أَتَحْمِلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا.

৬৭১২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি খলীফা নিয়োগ করবেন না? তিনি বলেন, যদি আমি খলীফা নিয়োগ করি, তাহলে অবশ্য আমার চেয়ে যিনি উত্তম, তিনিও খলীফা নিয়োগ করেছেন অর্থাৎ আবু বকর। আর যদি আমি (বিষয়টা অমীমাংসিত) ছেড়ে যাই—তবে অবশ্য আমার চেয়ে যিনি উত্তম তিনিও (বিষয়টি অমীমাংসিত) রেখেছেন অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.। এ বক্তব্যে লোকেরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলো। অতপর উমর রা. বলেন, কোনো কোনো লোক (খেলাফতের) প্রত্যাশী এবং কোনো কোনো লোক (খেলাফতের বিরাট দায়িত্বের ভয়ে) ভীত ও সন্ত্রস্ত! আমি (এ দায়িত্ব থেকে) পরিপূর্ণ মুক্তি পেতে চাই এভাবে যে, আমি এর দ্বারা কোনো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ পাবো না। আমি মরণে খেলাফতের দায়িত্ব বহন করতে চাই না যেমন জীবদ্দশায় বহন করেছি।

৬৭১৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوَفِّيَ النَّبِيَّ ﷺ فَتَشْهَدُ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَدْبُرْنَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرُهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَثَانِي اثْنَيْنِ وَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايَعُوهُ، وَكَانَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَةِ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعَدِ الْمَنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمَنْبَرُ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَةً.

৬৭১৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ওমর রা.-এর দ্বিতীয় ভাষণ শুনেছেন। সেদিন ছিল নবী স.-এর ইন্তেকালের দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা। তিনি মিস্রের উপবেশন করলেন, অতপর তাশাহুদ পড়লেন। আবু বকর রা. নীরব ছিলেন, কোনো কথা বলছিলেন না। ওমর রা. বলেন, আমার আশা ছিল রসূলুল্লাহ স. আমাদের পরেও বেঁচে থাকবেন। এর উদ্দেশ্য তিনি আমাদের সর্বশেষে ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু তিনি যদিও ইন্তেকাল করেছেন তথাপি আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে 'নূর' রেখেছেন, যদ্বারা তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পারবে, যে নূর-এর সাহায্যে আল্লাহ মুহাম্মদ স.-কে পরিচালিত করেছেন। নিশ্চয় আবু বকর রা. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথী এবং (ছাওর গিরি গুহায়) দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়জন ছিলেন। তিনি তোমাদের (রাষ্ট্রীয়) কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি। সুতরাং তোমরা দাঁড়িয়ে যাও এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হও। ইতিপূর্বে বনী সায়েদার আঙ্গিনায় কতক ব্যক্তি তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। যুহরী র. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমি সেদিন ওমর রা.-কে আবু বকর রা.-এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি : 'আপনি মিস্রের আরোহণ করুন' তিনি বারবার একথা (আবু বকরকে) বলছিলেন। অবশেষে তিনি মিস্রের আরোহণ করলেন। অতপর জনগণ তাঁর নিকট বাইয়াত হলো।

৬৭১৪. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ

تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، كَانَتْهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ،
قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ.

৬৭১৪. যুবায়ের ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী স.-এর নিকট এসে কোনো ব্যাপারে কথা বললো। তিনি তাকে তাঁর নিকট পুনরায় আসতে বলেন। সে বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি বলেন, আমি যদি ফিরে এসে আপনাকে না পাই। (বর্ণনাকারী বলেন,) তার উদ্দেশ্য ছিল নবী স.-এর ইত্তেকাল করা। নবী স. বলেন : যদি তুমি এসে আমাকে না পাও, তবে আবু বকরের নিকট যাবে।

৬৭১৫. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لَوْ قَدْ بُرَاخَةُ تَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْأَيْلِ حَتَّى يَرَى اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ.

৬৭১৫. তারিক ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা. 'বুজাখা' গোত্রের প্রতিনিধিদের বলেন, তোমরা উটের লেজ ধরে থাকো, (তোমাদের উটের তত্ত্বাবধানে থাকো) যতক্ষণ পর্যন্ত না আব্দুল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর খলীফা ও মুহাজিরদেরকে এমন একটি উপায় বা পন্থা দেখিয়ে দিবেন, যাতে তারা তোমাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করতে পারে।

৫২-অনুচ্ছেদ :

৬৭১৬. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

৬৭১৬. জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি : বারজন আমীর হবেন (যারা সমগ্র মুসলিম বিশ্ব শাসন করবেন)। অতপর নবী স. আরো একটি কথা বলেছেন, যা আমি শুনেছি পাইনি। আমার পিতা বলেন, নবী স. বলেছেন : তাদের সকলে হবে কুরাইশ বংশোদ্ভূত।

৫৩-অনুচ্ছেদ : বিবদমানদেরকে ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করা সাপেক্ষে ঘর থেকে বের করে দেয়া। ওমর রা. আবু বকর রা.-এর ভগ্নীকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করার কারণে বের করে দিয়েছেন।

৬৭১৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

৬৭১৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন : সেই সন্টার কসম যার হাতে আমার জীবন। আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করি, অপর ব্যক্তিকে নামাযের আযান দেয়ার আদেশ দেই ও অপর লোককে নামাযের ইমামতী করার নির্দেশ

দেই। আর আমি স্বয়ং এমন লোকদের নিকট গিয়ে তাদের বাড়ি ঘরসহ তাদের জ্বালিয়ে দেই, যারা নামাযে উপস্থিত হয়নি। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন ! যদি তোমাদের কেউ এটা অবগত হতো যে, সে মাংসল মোটা হাড় কিংবা বকরীর দুই টুকরো খুরার গোশত লাভ করবে তাহলে সে অবশ্যই এশার নামাযে উপস্থিত হতো।

৫৪-অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্র প্রধান দুকৃতিকারী ও পাপাচারীকে তার সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে নিষেধ করতে পারেন ?

৬৭১৮- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا.

৬৭১৮. কা'ব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে যোগদান না করে পেছনে রয়ে গেলেন অতপর তিনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ স. সমস্ত মুসলিমকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ দিবস অতিবাহিত করি। অতপর রসূলুল্লাহ স. ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করেছেন।

